

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী কবিতা

একদিন ফিরে যাওয়ার দিন

ঝিল স্মৃতি ফিকে হয়ে যাওয়া ঘর,
ঝাঁঝ করছে ছোটবেলার মাঠ,
ঝিলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়া।
দুপাশে সমান্তরাল চলে যাওয়া অতি চেতনার দেশ।
অসৎ বৃক্ষের মাঝে লুকিয়ে থাকছে সময়,
এক আশ্চর্য দুপুরে।
পাতার অবস্থানে ঝরে ঝরে পড়ছে শব্দ
মিলিয়ে যাচ্ছে একাকী চল,
আর ফিরে আসছি স্মৃতি, ফিকে হয়ে যাওয়া ঘরে।
চিৎকার করছি, হাতড়াচ্ছি, শুনছি
ঝিল স্বপ্নে বলে যাচ্ছে- ভেঙে যাওয়া কোয়ার্ক দুপুর-
এখানে শুরু আর এখানেই শেষ।

একদিন চুপ করে থাকার দিন

কি চিন্তা, কি ভয়, কি ছোটবেলা
মৃত পাতকুয়ার থেকে বেরিয়ে আসে
যে বৃদ্ধার সংলাপ, তাকে ঘিরে থাকে
অন্ধকারে চলা ছোট বন।
আমরা সবাই দূর থেকে দেখি লোক হীনা অথৈ বাড়ি-
একলা আলোর সংলাপে
ভেজা ছায়াবাজি।
শব্দের গভীরে রুহ খুঁজি, আর অন্তিম শব্দে সালোক সংশ্লেষ।
নিহত চরাচর থেকে বৃষ্টি আসে,
ঝাপসা বাড়ি দাড়িয়ে থাকে, ফিকে হয়,
চুপ করে থাকার দিনে।

একদিন জ্যামিতি খোঁজা রাস্তার দিন

অগুস্তি বিকেল।

এখানে সব কিছুই নিরন্ন।

একটানা চিন্তা করতে বাধা পড়ছে।

দু একটা বাসের তীব্র ঘষটানোর শব্দ কোনও নতুন জ্যামিতি দিচ্ছেনা,
তবু যদি একটু সাইড করে ফুট পাথে ভিড়হীন জায়গাটাকে আলাদা করে
উপরে তাকানো যেত, আমার বিশ্বাস তুমি তখনও এন্ড্রোমিডাকে চিনতে।

দু চারটে জামা টানা ভিখারির ছেলের কাছে

ছোট্ট রবিনহুড একটা দশ টাকায় তোমায় থামিয়ে দিতনা,

কারণ তুমি জান অর্থের মত দারিদ্র্য লুকিয়ে থাকে

আর খেপে খেপে আসে।

অগত্যা কিছু পুরানো তেল আর সস্তা সস আর পেয়াজে

যে এগ রোল জ্যামিতি বেরিয়ে আসে

তার প্রান্তিক বিন্দু, অটো ড্রাইভারের পাশের সিটে

লোহার মরচে পড়া গন্ধের মত বাড়ি যেতে যেতে ক্রমশ ফিকে হয়ে যায়।

একদিন অনুপ্রেরণা খোঁজা অক্ষরের দিন

চায়ের দোকানের শহর থেকে, মাথার পাশে ভুরু উপরের দগদগে ঘা দেখে লোককথায় ফিরে
যাই। বাসকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে রাস্তা পার করে চলে যায় গন্ধর্ব লোকের সন্ধানে।

আমরা যারা দেখেছি সূর্য আকাশ
পৃথিবীর সমস্ত কাকভোরে,
এমনি এক অক্ষরের দিনে
আপনিও আমাদের দেখেছেন প্রিয় শাস্ত্রদেব।
বইয়ের পাতার বন্ধ গন্ধে
মানুষ হবার ইচ্ছায় আমরা যারা অপেক্ষা করেছি দুর্যোগের,
সেখানে খিদের সম্পর্ক নেই।
শান বাঁধানো ফুটপাথে নর্দমার জলের মত বয়ে গেছিল প্লাস্মা
আর অনিমিত্ত সিপাইয়ের মত লড়ে ছিল
কিছু শ্বেত কণিকার মত মানুষ
এবং সবশেষে বিংশ শতাব্দীর স্লোগানের মত আমরা বলেছিলাম
‘জয় মনুষ্যত্বের জয়।’
ঘা, চাদর, শহর, গন্ধর্ব, ওষুধ পিছনে ফেলে রেখেছিল
এমনি এক সূর্য আকাশ, এমনি এক অক্ষরের দিন।

একদিন পর্যাপ্ত এলোমেলো দিন

দিন যায়, সময় যায়না
ফসলের স্বপ্নে
চাঁদ খাওয়া দিন দাঁড়িয়েছে বিভোর।
আকাশ গনগনে হয় কোনও এক ফসিলের তাপে
লাল আকাশের দিন শ্রাবণী গন্ধ ছাড়িয়ে
হেঁটে চলি রাতভোর।
টুকরো টুকরো সমস্ত কথা জেগে থাকে
রাত বাড়ে তোমায় ডাকি
নিঃশব্দ থাকি,
শুয়ে থাকি অন্ধে।
অথ নীড় হতে শান্তি আকাশ
ঝড়ে পড়ে মিথকল্পে।

একদিন মানুষের সাথে মানুষের দিন

শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ আর কষ্টের কাছে
সকাল যদি তীর খসিয়ে ফেলে,
তাকে ঘিরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে
রুহ খোঁজা চলে
নিষ্ঠা মাপা কর্মে।
তবু দায় এক মাত্র মানুষের কাছে
তার কষ্টের কাছে।
ছাপোষা আকাশে
তাকিয়ে থাকা সমস্ত চোখ
নিয়ে যায় তার কাছে
খনন কাজে-
খনিত হয়ে বেড়ে ওঠা ভাস্কর্যে।





ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী লেখালেখির শুরু একুশ-দশের গোড়ায়। পেশায় ইইইট-হায়দ্রাবাদে কর্মরত গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক। কবিতার বই- *মন খারাপের পরে ও গেট নাম্বার ২২ এর কবিতা*। কবিতা, অনুগল্প, অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু। কবিতার লেখার পাশাপাশি রয়েছে চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগ। নিজের কবিতা প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীল উবাচ - যেটুকু বলা হল কবিতায় তার বাইরে আসল কবিতাটুকু রয়েছে গেল।